আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা : সুযোগ্য শিক্ষক- শিক্ষিকা, উৎসাহি ছাত্র ছাত্রী, ও দায়িত্বশীল অভিভাবকদের এক যৌথ অঙ্গীকার

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বিদ্যালয়ের ভূমিকা কেবলমাত্র পুঁথি গত বিদ্যা ও জ্ঞানে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের সমাজ এখন অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল।এই পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সর্বদা শেখার ইচ্ছা ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাধারা গড়ে তোলাই বিদ্যালয়গুলির প্রধান দায়িত্ব।কৃষ্ণনগর পাবলিক স্কুল, নদীয়া (National Centre For Development Of Technical Education এর সহায়তায় গড়ে ওঠা) এক সম্পূর্ণ নতুন, পরিবর্তিত শিক্ষাধারায় ছাত্র ছাত্রীদের গড়ে তোলার শপথ নিয়েছে। এই বিদ্যালয় অতি অল্প সময়েই কেবলমাত্র কৃষ্ণনগর শহরেই নয়,সমগ্র দেশেই নিজস্ব যোগ্যতার সাক্ষর রাখতে পেরেছে।ছাত্র ছাত্রীদের বহুমুখী প্রতিভার যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাগন সবাই যত্নশীল।আধুনিক শিক্ষাধারায় উদ্বুদ্ধ করে, শিশুমনের সৃষ্টিশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঠিক মর্যাদা দিয়ে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখানোই এই বিদ্যালয়ের আদর্শ।

এখানে প্রতিটি পরিকল্পনাই ছাত্র- ছাত্রী কেন্দ্রীক।শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রতিটি বিষয়ের পাঠক্রম নির্ধারণ করা হয় ,যা অবশ্যই বিশ্বমানের।বহুবিধ বৈচিত্র্যময় শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের বিদ্যালয়ে পঠন- পাঠনকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়, যা তাদের মানসিক গঠনে সাহায্য করে।

আমার স্থির বিশ্বাস ‘একটি শ্রেণীকক্ষ হল আমদের সমাজেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং সেখানে অধ্যক্ষ মহাশয়,ছাত্র-ছাত্রী,শিক্ষক- শিক্ষিকা ও সর্বোপরি অভিভাবকগন—সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান ।এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের চেয়ারম্যান শ্রী নরেশ চন্দ্র দাশ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এই চমৎকার শিক্ষার পরিবেশ উপহার দেবার জন্য ।মনোগ্রাহী এই প্রাকৃতিক পরিবেশে আশা করি শিশুমন প্রতিদিন নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং অবলীলায় সঠিক পথে এগিয়ে যাবে।

পরিশেষে, কবিগুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ।আমাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ভবিষ্যত প্রজন্ম সসম্মানে, জ্ঞানের মুক্তাঙ্গনে আপন বৈশিষ্ট্য সহ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে,এই আশা রাখি। দেশের প্রতিটি শিশুকে আগামী পৃথিবীতে একজন সফল নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের স্বপ্ন ।